

## জিপিএ ৫ এখন মুড়ি-মুড়কি মেধায় শূন্য শিক্ষার্থীরা

লাকমিনা জেসমিন সোমা

শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি বছরই বাড়ছে 'সরকারি সফলতা'।



শোচনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা

বাড়ন্তের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মেধার নয়। ফলে এ 'কৃতিত্ব' ফলাফলে গিয়ে বারোটা

যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকছে, তারাই শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজেদের 'কৃতিত্ব' দেখাচ্ছে। আর এ কৃতিত্ব ৩৬ বছর বছর জিপিএ-৫-এর বাড়-

বাড়ছে শিক্ষার্থীদের। বিশেষজ্ঞদের মতে দিন দিন সরকারের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের খাতা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

### জিপিএ-৫ এখন

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] মূল্যায়নের নীতি হচ্ছে 'পানির মতো সহজ' বা অন্য কথায় 'লিখলেই নম্বর'। ফলে স্কুল, কলেজে পাবলিক পরীক্ষায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে জিপিএ-৫ ও পাসের হার। ভালো, অপেক্ষাকৃত ভালো কিংবা খুব ভালো সবার কাছেই জিপিএ-৫ এখন মুড়ি-মুড়কি। এই তথাকথিত সর্বোচ্চ ভালো ফলাফলের সার্টিফিকেট নিয়ে সবাই ভবির টেকুর তুললেও পরবর্তীতে উচ্চতর শিক্ষা কিংবা কর্মক্ষেত্রে গিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এতে একদিকে যেমন শিক্ষার সফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জাতি, অন্যদিকে সমৃদ্ধ সার্টিফিকেট অর্জন করেও চাকরির জন্য ঘারে ঘারে ঘুরছে বহু তরুণ-যুবা। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, "রাজনৈতিক বিবেচনায় ফলাফল তথা সরকারের পাসের হার বৃদ্ধি দেখানোর প্রবণতা ভবিষ্যতের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনে না। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলে এই 'পরিসংখ্যানের রাজনীতি' বন্ধ করতে হবে। বর্তমান সরকার শিক্ষার উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায় থেকে এমন কিছু কাজ করতে সক্ষম হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়।" আর সে কারণেই খ্যাতনামা এই কথাসাহিত্যিক মনে করেন, শিক্ষার সত্যিকারের মান উন্নয়নে এবং প্রকৃত মেধাবীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সরকারের উচিত পাসের হারের এই রাজনীতি থেকে বের হয়ে আসা। সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পরীক্ষার জ্যামিতিকহারে বাড়ছে পাসের হার। যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকছে সবাই এই গুরুত্বপূর্ণ খাতটিতে নিজেদের সফল হিসেবে জাহির করার চেষ্টা করছে। এমনকি অব্যাহত সফলতা প্রমাণ করতে শিক্ষাকে সর্বোচ্চ নম্বর দিতেও প্ররোচিত করছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা খুব অল্প পড়াশোনা করেই ভালো নম্বর পাচ্ছে। ভালো ফলাফল করছে। সমৃদ্ধ সার্টিফিকেট অর্জন করেও তাদের ভিতরটা কেবল ফাঁপা-ই থেকে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদন তৈরির সময় উচ্চমাধ্যমিকে (এইচএসসি) জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কেমন ফলাফল করে—এ সংক্রান্ত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য দিক পাওয়া যায়। সেখানে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে ক, ব ও গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় যথাক্রমে ৫২, ৫৩ ও ৫৫ শতাংশ জিপিএ-প্রাপ্তরা ফেল করেছে। অর্থাৎ সর্বোচ্চ ভালো রেজাল্ট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাওয়া দূরে থাক, ভর্তি পরীক্ষায়ই ফেল করছে এই শিক্ষার্থীরা। এ ব্যাপারে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম মনে করেন, বিশ্ববিদ্যালয় একটি নির্দিষ্ট মান ধরে রাখে বলেই ভালো ফলাফল করা অনেক শিক্ষার্থী এখানে ভর্তি হতে এসে অকৃতকার্য হয়। অন্যদিকে চাকরিদাতা বহু প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ, সর্বোচ্চ রেজাল্ট নিয়ে এলেও চাকরিপ্রত্যাশী তরুণদের কাজের জন্য নিয়োগ দিতে পারছে না তারা।